ছোটদের ৯৫২

ছড়া কবিতা

ও

গান

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছোটদের ছড়া কবিতা ও গান

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ ● ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-৭৩

প্রকাশক :
দুলাল বল
শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

দাম : পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

ছোটদের

ছড়া কবিতা

ও

গান
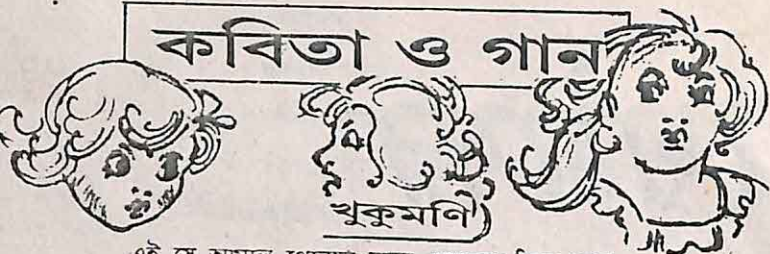
এই যে আমাল থোনাল বালা, থ্যাকলা দিল গলে,
লাঙ্গা তুলি থিল হাতে, খেলতে গেল পলে।
নিদে হাতে তিপ পলেথি, কলে আঙগুল দিয়ে,
থোত্ত কাকাল দোয়াত থেকে কালি তলে নিয়ে।
দেক আমাল কেমন কাপল মা দিয়েথে ভাই,
ধুলোল উপল বথব নাকো, নোংলা হবে তাই।
দিদি দিল লাল ফিতা বেঁধে আমাল তুলে,
বাবা খেল এত্ত তুমু কোলেল উপল তুলে।
তাই ত আমাল তুল এথেথে তোখেল উপল তলে,
দাদা বলবে নোংলা মেয়ে নেবে না আল কোলে।
থাব আমি কলতে পালি, তোমলা দেখ বথে,
এক্ষুণি তুল থিক কলে দি, বুলুথ দিয়ে ঘথে।

রেল গাড়ির গান

ঠনং ঠনং ঠনং বাজে ঘন্টা,
 আমরা সবাই রেলের গাড়ি।
ছুটে আয় ঘরমুখো ভাই, তলপী নিয়ে টিকিট কিনে,
 পৌঁছে দেব তাড়াতাড়ি।
মোরা করব নাকো দেরি,
 রব মিনিট দুই চারি।
শেষে পোঁ পোঁ ভক্ ভক্! ভকত্ ভকত্ ভকত্ ভকত্!
 পলক মাঝে মুলুক যাব ছাড়ি।
মোদের কলের ঘোড়া, দেখবে কেমন চলবে ছুটে ঝড়ের মতন,
 যেমনি দেবে নিশানখানি নাড়ি।
সে না খায় ডাল খিচুড়ি ঘোল চিনি দই পোলাও পুরী উদর ভরি;
শুধু জল কয়লা খেয়ে খুশি হয়ে,
 দিনে সে দেয় মাসের পথে পাড়ি।
জলদি চলে আয় রে তোরা, নাইরে দেরি,
 ঘরমুখো ভাই, কোনখানে তোর বাড়ি।

কম্‌লা নাপিত

(১)

ঘোড়া চেপে কম্‌লা নাপিত যাচ্ছে তাড়াতাড়ি,
রাত না হতেই কোনমতে ফিরতে হবে বাড়ি।
বন-জঙ্গল পেরিয়ে যেতেই সন্ধ্যা হল অতীত,
বনের পাশের গাঁয়ে গিয়ে রাত্রে হল অতিথ।
রাত পোহাবার আগে ঘরে না ফিরলেই নয়;
যেতেই হবে শেষ রাত্রে, ভাবল কিসের ভয়?
বাঘ একটা এমন সময় ঘোড়ার গন্ধ পেয়ে,
বন থেকে এল চলে আস্তাবলে ধেয়ে।
কম্‌লা নাপিত উঠে তখন লাগাম চাবুক নিয়ে,
ঘোড়ায় চড়্‌বে বলে হাজির আস্তাবলে গিয়ে।
বাড়ির লোক বলে, "কমল, রাত্রে কোথা যাবে?
পথে আছে বন-জঙ্গল, বাঘে ধরে খাবে।"
হেসে বললে কম্‌লা নাপিত, "আমি বাঘের চাঁই,
বাঘের ঘাড়ে চড়ি আর সিংহ ধরে খাই।"
চাঁইয়ের কথা শুনে বাঘ বিপদ গণে মনে,
ভয়ে হয়ে জড়সড় দাঁড়াল এক কোণে।
"আয়, ঘোড়া, আয়" বলে কথা কয় মিঠে,
আঁধার ঘরে দিল হাত বুড়া বাঘের পিঠে।
থরহরি কাঁপে বাঘ, লাগাম নিল মুখে;
কম্‌লা নাপিত বসল তার পিঠে চেপে সুখে।
বাঘ চেপে যেতে যেতে পোহাল যে রাত;
লাগাম মুখে বাঘ তখন কচ্ছে হাঁৎফাঁৎ।
বাঘ দেখলে কম্‌লা নাপিত! নয়কো বাঘের চাঁই!
কম্‌লা নাপিত দেখলে বাঘ! ভাবে কোথা যাই!
ধরে একটা আমের ডাল, লাফিয়ে উঠল গাছে;
রেগেমেগে বাঘ তখন গেল বনের মাঝে।
যেতে যেতে বললে বাঘ, "তুই একটা ঠক ত!
আচ্ছা থাক! বাগে পেলেই খাব তোর রক্ত!"

(২)

একদিন কিনা কম্‌লা নাপিত লাঙ্গল নিয়ে কাঁধে
ক্ষেতে গেছল চাষ করতে। আর কে লাঙ্গল ফাঁদে!
বাঘ এসে বললে তখন, "তুই না বেটা চাঁই?
কোথা যাবি কম্‌লা নাপিত, তোরে ধরে খাই!"
নাপিত বললে, "ওরে বাঘ! তুই যে ভারি বোকা!

ভরবে না পেট এখন খেলে, দেখছিস্ আমি রোগা।
ধান হলে ভাত খেয়ে হব মোটা তাজা:
তখন বরং আমায় খেয়ে দিস্ রে ব্যাটা সাজা।”
বাঘ ভাবলে ভালই কথা, “ধান হবে কবে?”
“তোমরা এসে লাঙ্গল টান, জলদি হবে তবে।”
বুড়া বাঘ বন থেকে আরেক বাঘ এনে,
চাষ করে দিল ক্ষেত, লাঙ্গল টেনে টেনে।
তার পরে হল ধান; বাঘেরা সব মিলে
ধানের বোঝা বয়ে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিলে।
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে বললে নাপিত আস্তে,
“ল্যাজে বেঁধে ফুটো দিয়ে, দাও ত বাঘ, কাস্তে।’
বুড়া বাঘ লেজ বাড়িয়ে কাস্তে যেই দিল,
অমনি নাপিত কুচ করে লেজটি কেটে নিল।
বেজায় রেগে বাঘের পাল বলে, “ওরে দুষ্ট!
বাগে পেলেই করব তোরে ভাত খাইয়ে পুষ্ট!”
বনে গেলে বাঘের পাল, নাপিত বলে হেসে—
“আমি হচ্ছি বাঘের চাঁই, নইকো আমি যে সে।”

(৩)

জামালপুরের বাজার থেকে ফিরছে নাপিত একা,
ঘিরল তারে বাঘের প্যালে! লাগল ভেবা-চাকা!
তালের গাছ ছিল সেথা চন্দনার তীরে,
উঠল নাপিত সেই গাছে, বাঘ বলল, “কি রে,
গাছে উঠেই পার পাবি? একের পিঠে অন্যে
উঠে আজকে ধরব তোরে, এসেছি স-সৈন্যে।”
বাঘের উপর উঠছে বাঘ, বুড়া রইল নীচে,
নাপিত দেখলে এখন আর ভাবা-চিন্তে মিছে।
ক্ষুর দিয়ে তালের কাঁদি কেটে নিয়ে ধীরে
বললে, “আজ বাঘের মরণ ভরা গাঙ্গের তীরে।
ব্রহ্ম তাল, বিষ্ণু তাল, আর তাল হেঁড়ে,
পড় গিয়ে বাঘের ঘাড়ে, নীচে আছে বেঁড়ে!”
লেজকাটা ভাবল মনে আমায় মাল্লে আগে,
অমনি কিনা বুড়ো বাঘ জলদি করে ভাগে।
টপাটপ পড়ল বাঘ, মরল আছাড় খেয়ে,
বেঁড়ে পড়ল হোঁচট খেয়ে, নাপিত চলল ধেয়ে।
ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে, চন্দনার জলে
ফেলে দিল যত বাঘ। জিৎ বুদ্ধির বলে।

বেচারা

হতভাগা পাজি বলে কে দিয়েছে কানটি মলে, কে বলেছে মন্দ?
বেচারা গো, গোবেচারা, মুখখানি খাঁচাঘেরা, খাওয়াদাওয়া বন্ধ!
ভুলে সব খেলাধুলা একা একা সারাবেলা বসে আছে চুপটি।
সাজা পায় বিনাদোষ? তাই এত ফোঁসফোঁস, কাঁদ-কাঁদ মুখটি?
সাত পাঁচ কি যে ভাবে, অভিমানে ঠোঁট কাঁপে, বুক ফাটে দুঃখে,
দুটি আঁখি ছলছল, ঐ বুঝি ভরা জল ফেটে পড়ে চক্ষে!
কারে দেখে মিছামিছি করেছিলে চেঁচামেচি? কে দিয়েছে শাস্তি?
শাসিয়েছে বুঝি কেউ, "চোপরাও, ঘেউ ঘেউ মৎ কর যাস্তি!"
ও বাড়িতে ছেলেপিলে, সেথা গিয়ে খেলেছিলে কাদা মেখে ঘরদোর?
করে মেলা হুড়াহুড়ি ভেঙেছিলে ঝুড়ি-ঝুড়ি আসবাব পত্তোর?
করেছ বেড়াল তাড়া, ভয়ে তারা লেজ খাড়া, ছুটেছিল বন-বন?
ফের বুঝি খেলা করে মাস্টারের ঠ্যাঙে জোরে কামড়েছিলে প্রাণপণ?
ছাড়া পেলে ছুটে বুঝি নোংরা পায়ে সোজাসুজি উঠবে গিয়ে বিছানায়?
এমনি ধারা মিটমিটে দুষ্টু যারা ডানপিটে শাস্তি তাদের মিছে নয়!

শিশুর কথা

শিশুদের কথা শুন শুন পিতা
করহে করুণা মোদের পরে।
মিলিয়া সকলে তব পদতলে,
নমি করজোড়ে ভকতিভরে।
করি এ মিনতি দেহ শুভমতি,
রাখ চিরদিন তোমার ঘরে।
রাখ দীনজনে অভয় চরণে,
হে ভুবন রাজা, মাগি কাতরে।

কবিতা

মাতার মাতা রূপে, পিতার পিতা রূপে
যতনে পালিছ সবে তুমিই করুণাময়।
তোমারি স্নেহ জ্যোতি গগনে ভরে উঠে,
তোমার স্নেহের হাসি প্রভাত কুসুমে ফুটে,
স্নেহের পরশ তব বাতাস বহিয়া আনে।
তোমারি স্নেহ গাথা বিহগ গাহে বনে।
স্নেহের বাহু ডোরে ঘেরিয়া আছ মোরে,
তুমিই, তুমিই প্রভু, তুমিই ত প্রেমময়।
আশিস ধারা তব সতত পড়িছে ঝরি;
মোদের মাথার পরে সতত পড়িছে বারি;

এ ক্ষুদ্র সন্তান, নাথ, নির্ভয় আনন্দ প্রাণ,
গাহিছে আজি তাই তোমার জয়-গান।
আমার এ জীবন সকল দেহ-মন,
তোমারি, তোমারি, প্রভু. জয় হে তোমার জয়।

সুখের চাকুরী

মনিব মিলেছে মোর মনের মতন
বছর তিনের সে যে রমণী রতন।
ননীর শরীরে তার লাঠিমের লীলা;
বদনে চাঁদের আলো, কণ্ঠে কোকিলা।
সে যে হাসে খল-খল,
সে যে নাচে থৈ-থৈ,
তার চোখে ছোটে বিজলী,
তার মুখে ফোটে খই।
জবর জুটিল সে যে. নোকরী নূতন,
বেতনের নাহি নাম, না মিলে ভোজন।
উপরী আছে চুমু, চলে শুধু তায়,
কৃপণার ধন তাও, না হয় আদায়।
সে যে দাড়ি দেখে চটে,
সে যে থাকে চোখ বুজে,
পড়ে শয্যায় লজ্জায়
মুখখানি গুঁজে।

কি করিতে হয় মোর, চাহ সে খবর?
সে বড় মাথার কাজ, ভার গুরুতর।
সুর-অসুরের, তাল-বেতালের খেলা
যে খেলেছে, সেই জানে তার ঠেলা।
আমি নাচি ধিন-ধিন, আমি গাই তান ধরে,
সে-যে শোনে সুখে বসি মোর শিরোপরে!

শিশুর জাগরণ

আইল নামি বিমল ঊষা
উঠিল আলো খেলি,
তরুর কোলে পুলকে ফুল
হাসিল আঁখি মেলি।
বহিল ধীরে শীতল বায়,
গাহিল পাখি বনে,
খোকনমণি ঘুমায় ঘরে,
ভাবনা নাহি মনে।

জানালা দিয়ে সোনার আলো
চুমিল তারে আসি,
নয়ন মেলি মায়ের পানে
চাহিল খোকা হাসি।

চাঁদের বিপদ

চাঁদটাকে ভাই দেখেছিলুম থালার মত গোল,
এই যে দুদিন আগে;
আজকে যেন আমার চোখে কেমনতর ঠেকে,
নতুনতর লাগে।
খানিকটা তার খসে গেছে, ওরে ও ভাই কেমন করে
নাই ক তা ত জানা।
চাঁদের বুড়ি অসাবধানী ফেলে দিয়ে ভাই, বুঝি
ভেঙ্গেছে তার কানা।
বৃষ্টি পড়ে ধুয়ে গেছে, হতেও পারে তাও,
অনেকখানি সুধা;
চকোর পাখি জব্দ এবার, কেমন করে ভাই,
মিটাবে তার ক্ষুধা?
আয় না রে ভাই, ছুটে যাই, খুঁজি চারি দিকে,
পাতি পাতি করে,
সুধার রাশি কোথায় জড়, চাঁদের কণাটুকু,
কোথায় আছে পড়ে?

প্রার্থনা

বিজন বনে কুসুম কত বিফলে বাস বিলায়ে যায়,
নীরবে আহা ঝরিয়া পড়ে কেহ ত ক্ষতি মানে না তায়।
তবু ত প্রভু তাহারো তরে করুণা ধারা তোমার বয়,
বরষা বারি ধরায় ঝরে, উথলে আলো ভুবনময়।
তোমারি প্রেমে শিশির সুধা ফুলের ক্ষুধা করে গো নাশ,
তোমারি রবি বিকাশে আসি সে চারু হাসি বিমল বাস।
অতুল তব সেই সে দয়া রাখিছে মোরে রজনী দিন,
জয় হে দেব! জীবন মম রহুক তব চরণে লীন।
মায়ের কোলে পালিছ মোরে অমৃতধারে করায়ে স্নান,
বরণ রস লহরী মাঝে পুলকে মম মজায়ে প্রাণ।
ফুটায়ে যদি ফুলের মত তুলিছ এত যতনে নাথ,
ফুলেরি মত চরণতলে রাখিয়ো মোরে দিবস রাত।

বাবার চিঠি

মাগো আমার সুখলতা, টুনি, মণি, খুশি, তাতা,
কাল আমি খেয়েছি শোন, কি ভয়ানক নেমন্তন,

জলে থাকে একটা জন্তু দেখতে সে ভয়ানক কিন্তু!
মাছ নয়, কুমির নয়, করাত আছে ছুতার নয়,
লম্বা লম্বা দাড়ি রাখে, লাঠির আগায় চোখ থাকে;
তার যে কতগুলো পা ঢের লোকে তা জানেই না;
দুটো পা যে ছিল তার, বাপরে সে কি বলব আর!
চিমটি কাটত তা দিয়ে যদি ছিঁড়ে নিত নাক অবধি!
তার মাথাটা কচকচিয়ে খেয়েছিলাম মুলো দিয়ে!
আর একটা সে কিসের ছা নাইকো মাথা নাইকো পা!
কিন্তু তার মাকে জানি তার আছে পা দুখানি!
আরেকটা সে কি যে ছিল, খেতে খেতে পালিয়ে গেল!

—বাবা।

ময়মনসিংহের চিঠি

সৈত্যান্দা, হা হা হা, কথাডা শুইন্যা যা,
কৈলকাত্তা বইস্যা খা দৈ ছানা ঘি পাঁঠা।
ময়মনসিং ঘোড়াড্ডিম! দেখবার নাই কিচ্ছু তাই,
সার্ভেণ্ট ইজ্ ইস্টুপিড, রাইন্ধ্যা থোয় যাইচ্ছাতাই!

ঋতু

মোরা কালের সাথে বেড়াই ঘুরে মায়ের শিশুর মত.
মোরা আপন কাজে আপন মনে থাকি সদাই রত।
গগন মাঝে মেঘের কোলে
অচল শিরে নদীর নীরে
বরণ গন্ধ গীত ছন্দ জাগাই অবিরত।

গ্রীষ্ম : মোরা নিদাঘ দিনে, ঐ তপনে, রাগিয়ে দেখাই রঙ্গ
তার ভীষণ রোষে সাগর শোষে, দহে ধরার অঙ্গ,
তপ্ত পবন বহে সঘন, কাঁপেন বসুন্ধরা
রবির প্রখর করে, হরে জীবন, ঝরে অনল ধারা।

বর্ষা : মোরা শীতল করি পৃথিবীরে, নির্মল বরষা নীরে,
ঘোর গগনতল ছল ছল নীল জলদ ঘন ঘোরে।
নীরদ গুরু গুরু গম্ভীর গরজে, দুরু দুরু হৃদয়ে,
অবিরল বর্ষণ ঝর ঝর প্লাবিত সকল চরাচর।
চমকি চমকি চপলা চলে, চঞ্চল কুটিল বিভঙ্গে;
রাজিত ইন্দ্র-শরাসন সুন্দর জলধর অঙ্গে।
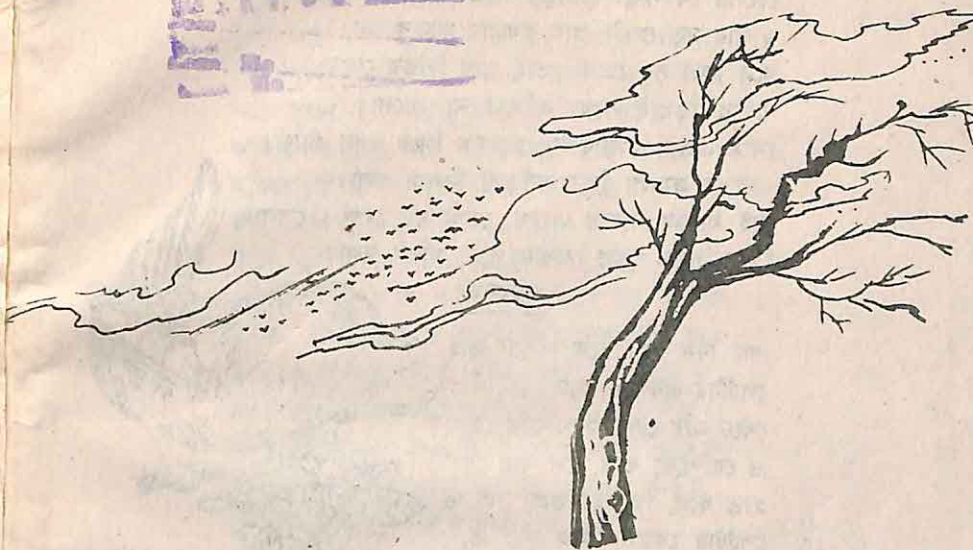
শরৎ : মোরা ধরার দেহে ফুটাই কান্তি মুখে সুখের হাসি,
নিশার গলে তারার মালা, ভালে বিমল শশী
মোহন বেশে, ধরায় আসে গোধূলি রূপসী,
অঞ্চলে শেফালি শোভে শিরে কিরণ রাশি।

হেমন্ত : মোরা শরৎ শেষে মলিন বেশে
যখন যেথায় আসি,
ভাঙি ধরার সুখের খেলা
স্বপন মোহের হাসি;
মলিন রবি, মলিন শশী, ম্লান গগন তলে,
ঢাকি ধরার বদন খানি কুয়াসা অঞ্চলে।

শীত : মোরা থামাই মনের মধুর গীতি হরষ কোলাহল;
তরুলতার নয়ন বাহি ঝরে অশ্রু জল।
মোদের চরণ ভরে তুষার ঝরে, অবশ দিবাকর,
মোদের হাসির সুরে প্রাণ শিহরে কাঁপে চরাচর।

বসন্ত : মোরা মুছাই ধরার নয়ন বারি জাগাই নবীন প্রাণে,
নূতন সুখে নূতন সুরে নূতন ভজন গানে।
সাজায়ে তাহারে দিই কিশলয় ভারে
মুকুল দোলে ফুলের চারু হারে, কতই যতন করে।
আনন্দ জাগিয়া রহে সুনীল অম্বরে,
সুধা ঝরে চরাচরে প্রেম উথলে অন্তরে।

মধুপুরের চিঠি

রেলের যে সবুজ গাড়ি, তাতে ছিল এক বুড়ি—
জালার মত মোটা আর কয়লার মত কালো,
বসে ছিল সব ঢেকে তাই তার ভিতর থেকে
বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না ভালো।
নেমে এলাম তাড়াতাড়ি, চড়লাম গিয়ে সাদা গাড়ি।
তারপর জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিলাম গলা—
যেই বাড়ির সামনে এলাম, তোমাদের দেখতে পেলাম,
কিন্তু আমি ভুলে গেলাম গুড় মর্ণিং বলা!

গান

এক দিন জিব বলে "শোন ভাই
পেটটার একটুও কাজ নাই।
খেটে মরি মোরা সবে হায় রে,
ও যে শুধু বসে বসে খায় রে।"
হাত বলে, "হাঁ হাঁ ভাই তাই ত,
পেটটার কোনো কাজ নাই ত,
ওরি জন্য কত কষ্ট সহিয়া
মুখে তুলে ভাত দিই বহিয়া।"
পা বলিছে, "চড়ে মোর ঘাড়ে
ব্যথা করে দিল মোর হাড়ে;
পেট যায় নেমন্তন্নে,
আমি হেঁটে মরি তার জন্যে।
আচ্ছা ভাই বল দেখি তোরা,
আমি কি রে হই ওর ঘোড়া?"
শুনে সবাই রেগে বলে ভারি "পেটের সঙ্গে কর সবে আড়ি।
সবাই খবরদার ওর সাথে আর কেউ কর নাকো কারবার
গলা গিলবে না, ঠোঁট খুলবে না, দিবে দাঁত কপাটি,
হুড়কা আঁটি খাটাখাটি হাঁটাহাঁটি যাবে মিটি।"
এই ভাবে দিন গেল দুই তিন, পেটে নাহি দানাপানি।
সবে বলে, "ভাই, বল নাহি পাই, মোদের কি হল জানি!
ঐ জিব দুষ্ট সব কৈল নষ্ট মন্দ কথা বলে কানে।"
হেন মতে সবে কাঁদে উচ্চ রবে গালি দিয়া রসনারে।
মন্দ কথা ভাই কহিতে না চাই, নাহি চাহি শুনিবারে।

পাখির গান

কত পাখি আছে, তাহা কহ মোর কাছে,
আহা, কত মত সাজে তারা ফেরে ধরা মাঝে।
তারা বলে কত বুলি, তারা করে কত খেলা,
দুখ নাহি কারো মনে, কারো কাজে নাহি হেলা।
নাচে খঞ্জন বাটে মাঠে, আর কোকিল গাহে ডালে,
আর কিবা মনে ক'রে কাক বসে আসি চালে!
মুনিঠাকুরেরি মত বক থাকে ঝিম ধরে,
মাছ এলে মুখ মেলে তারে গেলে কপ করে।
কহে হুতোমেরে প্যাঁচা, 'মুই বলি, শোন চাচা,
এই যে হাঁড়ি মুখে দাড়ি, এর বাহার বড় ভারি!'
শ্যামা, বুলবুল গাহে বনে, মিলি দোয়েলের সনে,
এসে চড়াই ঘরে বড়াই করে শঙ্কা নাহি মনে।
বলে শঙ্খচিল কেন যত ঘটিবাটি পাবে
আর গোদা বেটা কেন খালি ঘাড়ে লাথি খাবে?
কহ সে বা কোন পাখি যার বৌ না কহে কথা?
কিবা নামটি যার চোখে বড্ড হায় ব্যথা?
বটে চালাক বড় শালিক, রাখে দুনিয়ার খবর,
আর ময়না কাকাতুয়া তারা কথায় বড় জবর।
তার গলে দোলে ঝোল্লা, গায়ে কালো আলখাল্লা,
রূপের কিবা হয় জেল্লা, হাই তুল্লে হাড়গিল্লা!
আছে গগনবেড়, গৃধিনী, শাঁচানি, শকুনি,
পায়রা, ঘুঘু, ফিঙ্গা, পানকৌড়ি মাছরাঙ্গা
কাঠঠোক্‌রা, কাঁদাখোঁচা, হরবোলা, হাঁড়িচাচা,
টিয়া, টুনটুনি, টিটিপাখি—কহ কত আর বাকি!

গ্রীষ্মের গান

বড় গরম! ভারি গরম! ঠান্ডা সরবৎ আনো!
হাত পা কেমন করছে ছন্‌ছন্‌! জোরে পাখা টানো!
খালে বিলে নাই রে জল, সব শুকিয়ে গেল!
তাতে মাটি ফাটে কাঠ, গ্রীষ্ম ঐ রে এল!
নৌকা নাহি চলে আর হায় রে টানাটানি।
মাঝি মাল্লা বলে 'আল্লা! গাঙ্গে নাইকো পানি।'

বুনো হাঁস বলে, 'মোর মাথা গেল তেতে।
এই বেলা সেই ঠান্ডা দেশে পলাই উত্তরেতে।'
মহিষ গরু যত ছিল, গেল রোগা হয়ে—
দেশে নাহি মিলে ঘাস, বাঁচে কিবা খেয়ে।
ঠান্ডা মাটি আগুন হল, তেতে গেল হাওয়া।
ঘরে বসে রাখি প্রাণ, রইল পথে যাওয়া।
হাঁ করিয়া থাকে শালিক বসে মনোদুঃখে—
শুকায়েছে গলা তার কথা নাহি মুখে!
গ্রীষ্মে লোকে বলে 'ভাই, কেন তুমি এলে?'
গ্রীষ্ম বলে 'এনু তাই আম খেতে পেলে!
দুটো মাস থাক ভাই গরমেরে সয়ে—
ফল শস্য পাকে যদি, খাবে খুশি হয়ে।'

যখন বড় হব

আমি তাই ভাবি ব'সে ছেলেবেলা ক'দিন রবে,
শেষে যখন বড় হ'ব তখন কিবা করব সবে।
তখন মোরা সবাই হব অতিশয় সুস্থির,
আর ভারি বিদ্বান্ আর বড় গম্ভীর।
থাকব নাক দিন রাত শুধুই খেলা নিয়ে,
কব কাজের কথা (সবাই) শুনবে মন দিয়ে।
বড় লোক হই যদি কাজ করব ভারি,
না হলেও করব কাজ যতটুকু পারি।
সব কাজ কাজ ভাই ছোট বড় হোক যাই,
ভাল পথে খেটে খাই তাতে লাজ নাই ভাই।
দোকান করিলে দিব জিনিসটি খাঁটি,
হক্ দর ঠিক্ মাপ কাজ পরিপাটি।
ডাক্তার হই যদি কর নাকো ভয়,
মিষ্টি ওষুধ দিব খেতে তেতো ঝাঁঝি নয়।
লিখি যদি বই তার দাম হবে অল্প,
রাঙা ছবি পাতে পাতে আর শুধু গল্প।
মোরা যদি রাঁধি খেয়ে হবে খুশি,
নুন দিব ঠিক ঠিক, ঝাল নাই বেশি।

ব্রহ্মসংগীত

সিন্দুরা। তেওরা

কে ঘুচাবে হায় রে প্রাণের কালিমা রাশি,
কৃপা-বারি করি সিঞ্চন!
যাবে কি দিন এই ভাবে, হায় রে,
আর কবে পূরিবে প্রাণের আশা।
লুটায়ে ধরণীতলে, ডাকিলে দয়াল ব'লে,
তাপিত প্রাণে পায় পাপী মধুর করুণা-বারি;
আর কি আছে হে দীনহীনের সম্বল বিনা
সেই করুণাময়ের করুণা?

বেহাগ মিশ্র। কাওয়ালি

চরণ-তলে প'ড়ে রহিব! প্রভু হে যে ইচ্ছা তোমার!
মোরা আর কিছু নাহি জানি; প্রভু হে, যে ইচ্ছা তোমার!
বাধা নাহি ছিল কিছু দিতে শুধু দুখ, তবু দয়াময় দিলে কত সুখ,
প্রভু, দীনে নিলে কিনে, কি বলিব আর!
ভকতি করিয়া করি তব গুণগান,
সুখে দুখে দেহ পিতা পদতলে স্থান;
হউক প্রার্থনা এই জীবনের সার।

মুলতান। কাওয়ালি

জয় দীন-দয়াময়, নিখিল-ভুবন-পতি,
প্রেমভরে করি তব নাম।
আজি ভাই ভগিনী মিলি পরাণ ভরিয়া সবে
তব গুণ গাই অবিরাম।
ভকতি করিয়া নাথ পূজি তোমারে,
প্রভু গো তোমারেই চাহে সবার প্রাণ;
হাত জুড়িয়া মোরা বিনয়ে প্রণতি করি, আশিস' আশিস' প্রাণারাম!
হায়, অন্ধ সবে মোরা চক্ষু থাকিতে নাথ, ধূলিতে পড়িয়া অসহায়;
আর কে বা আছে গো হেন, কাছে থাকিয়া সদা
ডাকে, "পাপী, আয় আয় আয়!"
রেখো না রেখো না নাথ ফেলিয়ে আঁধারে, কোথায় এলেম পথ নাহি হেরি;
হাত ধরিয়ে সদা সাথ সাথ রেখো, যাব ত'রে তোমারি কৃপায়।
প্রভু এই জগতে তব থাকি যতদিন মোরা,
তব শান্তিসুধা করি পান;
আর ভুলিয়া অপর সব মনের হরষে যেন
করি সদা তব গুণগান!
শেষে পৃথিবীর যবে ফুরাইবে খেলা,

তোমারি আদেশে ত্যজিব এ দেহে;
ডাকিয়া লইও পিতা তোমার সুখের দেশে, চিরশান্তিময় যেই স্থান।

বিভাস। একতালা

বল দেখি ভাই, এমন ক'রে ভুবন কেবা গড়িল রে!
গগন ভ'রে তারার মাণিক ছড়ায়ে কে রাখিল রে!
উজল ঊষায় আলোক-খেলা, তাহে মোহন মেঘের মেলা,
নবীন রবি শোভন শশী হে'রে নয়ন ভুলিল রে!
শীতের পবন বহে ধীরে, দোলা দিয়া নদী-নীরে,
দুলিয়ে কমল, বকুল ফুলে, সুবাস নিয়ে যায় গো হ'রে।
সুধায় সুখে শোভায় সুরে কে রাখিল ভুবন পুরে!
এমন দয়াল বল কে ভাই, দেহ জীবন যে দিল রে!
দয়াল আমায় দয়া ক'রে, ধরায় জনম দিলেন মোরে,
মায়ের পরাণ দিলেন দয়াল, গলায়ে ভাই আমার তরে।
দয়ার ত নাই তুলনা রে, দয়ালকে ভাই ভুলো না রে,
দয়াল মোদের বাসেন ভালো, দয়াল বল বদন ভ'রে!

দক্ষিণী সুর। একতালা

বালক। বরষ পরে, পিতার ঘরে, মিলিনু সকলে;
বালিকা। চল সবে ভাই, সবে মিলে গাই, জয় পিতা ব'লে।
বালক। সুখের দিনে, দেখ গো প্রাণে, কতই বাসনা;
বালিকা। কত সাধ মনে, পিতার চরণে, করিব অর্চনা।
বালক। শিশু যে অতি, অল্পমতি, কি জানি আমরা;
বালিকা। তবু যাহা পারি, প্রাণপণ করি, চল করি ত্বরা।
বালক। দুঃখী লোকে, কব ডেকে, পিতার বারতা;
বালিকা। কব, "আঁখি মেল, দেখ দ্বারে এল জগতের পিতা।"
বালক। ভাই বোনেতে, তাঁর কাজেতে, কত সুখে রব;
বালিকা। কত সুখে রব, কত কিছু পাব, সকলে দেখাব!
বালক। শিশুর কথা, শুনেন পিতা, কি তাঁর করুণা!
বালিকা। মোরা তাঁরে ছেড়ে, পাপ-লোভে প'ড়ে কোথাও যাব না।
সকলে। শুন গো পিতা, তোমার হেথা, রাখ গো মোদেরে;
কভু তোমা ছেড়ে, নাহি যাব দূরে, সেবিব তোমারে।
না বুঝে কভু, দোষী প্রভু হ'লে ও চরণে;
ক্ষমো দয়া ক'রে, বুঝায়ো স্নেহভরে, মধুর বচনে।
কি গুণ আছে, তোমার কাছে, পারি যাইবারে;
তুমি দয়া ক'রে, নিলে যাব ত'রে; প্রণমি তোমারে!

সুর : "সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে"

মিশ্র। কাওয়ালি
জাগো পুরবাসি, ভগবত-প্রেমপিয়াসি!
আজি এ শুভ দিনে কি বা বহিছে করুণা-রস-মধু-ধারা,
শীতল বিমল ভগবত-করুণা-রস-মধু-ধারা!
শূন্য হৃদয় ল'য়ে নিরাশায় পথ চেয়ে, বরষ কাহার কাটিয়াছে?
এস গো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ, জগতের জননীর কাছে।
কার অতি দীন হীন বিরস বদন?
(ও গো) ধূলায় ধূসর মলিন বসন?
দুখী কে বা আছ, শুন গো বারতা,
ডেকেছেন তোমারে জগতের মাতা।

অসন্তোষ

(কলিকাতা রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের উপহার বিতরণ উপলক্ষে অভিনীত)

সকলে : শুনিলে অবাক্ হবে, যদি বলি, সে কথা যদি বলি,
মোরা যে থাকি মলিন মুখে খালি,
সে কথা যদি বলি।
আমাদের সুখ যে কেন নাহি মনে;
হাসি যে নাইকো মোদের বদন কোণে,
কেন যে কথায় মোরা সুধাধারা
পারি না দিতে ঢালি।

১ম দল : আমাদের খেলার সময় পড়ায় নাশে হয়,
২য় দল : না দিতেই মিঠাই মুখে, ক্ষুধা চলে যায়,
৩য় দল : আমাদের ঘুম না হতেই কেমন করে
রজনী যায় গো চলি!

সকলে : অবিচার সহি কত বলি তাহা কা'য়?
দিয়েছে ছোট করে পাঠিয়ে ধরায়!
হায় রে হায়, তাইতে মোদের কেউ মানে না,
চলে যায় অবহেলি!

দেবদূত : কে তোরা কাঁদিস হেথা?
তোদের মনে কিসের ব্যথা?
সকলে : আমাদের—ছোট বলে—সবাই ঠেলে যথাতথা!
আমাদের এমনি কপাল
কত মতে হই গো নাকাল!

২য় দল : ক্ষিধে ফুরায় খাবার আগেই,
৩য় দল : ঘুমাতে আসে সকাল,
প্রথম : যদি যাই খেলতে মোরা,
অমনি উঠে পড়ার কথা!

দেবদূত : তোরা কি চাহিস্ তবে?
সকলে : মোদের মতেই সকল হবে!
দেবদূত : ভাল মতে মিলে মিশে থাকিস্ যদি তাহাই হবে।
সকলে : কি মজা হলো মোদের,
নাচে রে মন, ঘোরে মাথা!
প্রথম : ঘুচিল পড়ার জ্বালা, এখন হতে শুধুই খেলা!
তৃতীয় : না ভাই শুধুই ঘুমের পালা!
দ্বিতীয় : তা নয়, আসুক লুচির থালা!
তৃতীয় : তোরা ত কুটিল ভারি,
বলিস না কেউ ঘুমের কথা!
১ম ও ২য় : চলে যা! কে চায় তোরে?
প্রথম : খেলাই হবে!
দ্বিতীয় : খাবার পরে!
১ম ও ৩য় : ছিছি, পেটুক!
দ্বিতীয় : চুপ! বেয়াদব, লক্ষ্মীছাড়া!
১ম ও ৩য় : দাঁড়া তবে!
১ম ও ৩য় : হায় রে হায়, বিবাদ করে সবি যে রে হলো বৃথা!
দেবদূত : কে তোরা কাঁদিস হেথা,
আবার তোদের কিসের ব্যথা?

১ম ও ৩য় দল : সে কথা যদি বলি, শুনিলে অবাক হবে,
যদি বলি, সে কথা যদি বলি।

দেবদূত : তোমাদের বদনে ছাই, গালে কালি!
এ মধুর মানব জীবন পেয়ে যারা
দিবারাত অসুখেতে হয় সারা,
তাহাদের পোড়া কপাল,
তাদের জীবন কেঁদেই যাবে চলি।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'নদী'
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-অঙ্কিত চিত্রাবলী
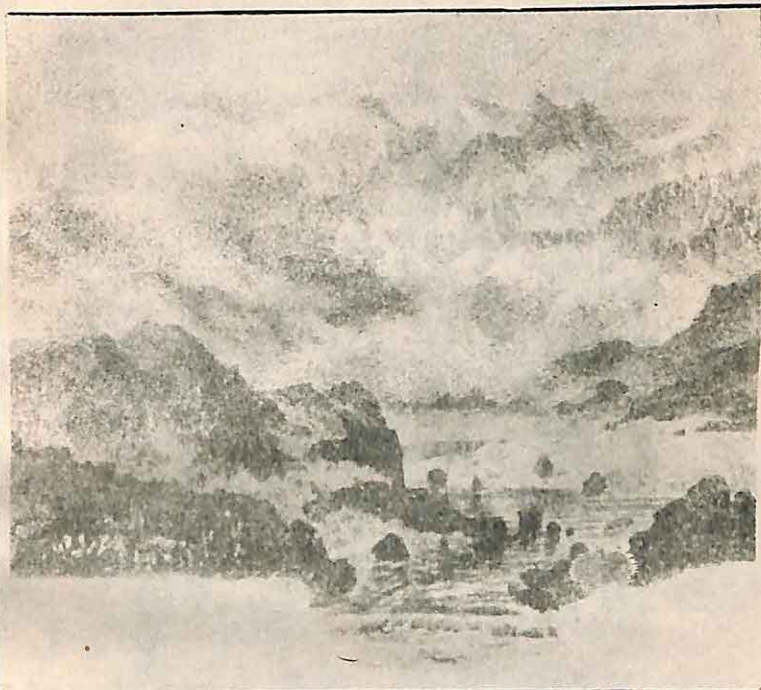
তাই ঝর্‌ঝর্‌ ঝিরিঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।

সেথায় বাস করে শিঙ-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
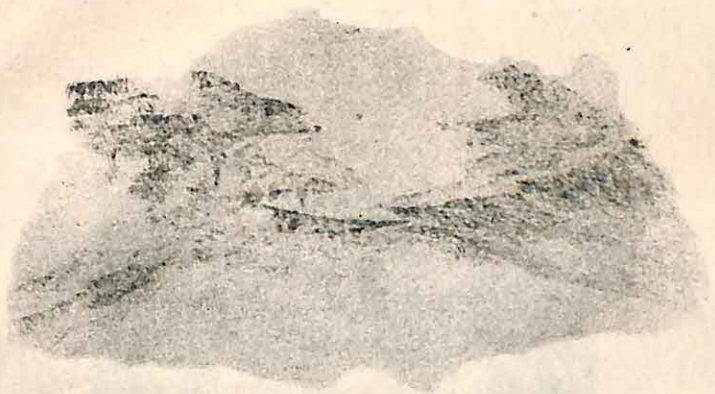
শেষে　　পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী　　পড়ে বাহিরের দেশে।
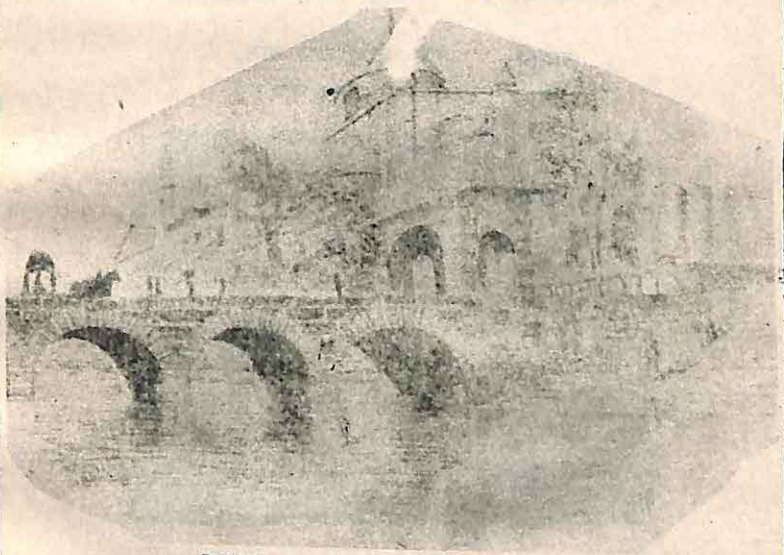
সেথায়　　নবাবের বড়ো কোঠা,
তারি　　পাথরের থাম মোটা,
তারি　　ঘাটের সোপান যত
জলে　　নামিয়াছে শত শত।
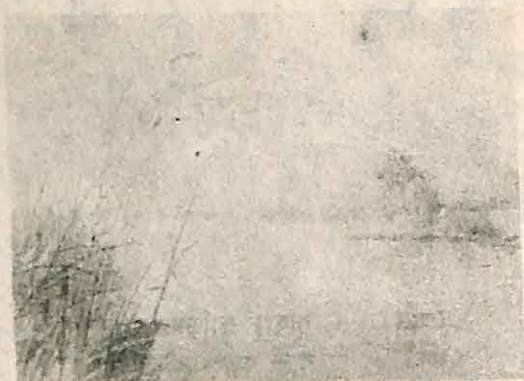
তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।

সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি
কত খেয়াতরী দেয় পাড়ি।

সমাপ্ত